



শুধু মুসলমানরা নয়, বিশ্ব এখন সোচ্চার বুশের বিরুদ্ধে। আর আমরা ব্যস্ত কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার আন্দোলন নিয়ে! নিজেদের মধ্যে এই বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী? কারণ কি সম্পদ দখল? নাকি ভিন্ন কোনো শক্তির এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে এরা ...

টার্গেট কেন কাদিয়ানিরা

গোলাম মোর্তোজা

প্রয়োজন উদ্ভাবন ঘটায়, যে কোনো কিছুই ক্ষেত্রেই কথাটি সত্য। আরব বিশ্ব যখন ডুবে ছিল অন্ধকারে, পৌছেছিল বর্বরতার চূড়ান্ত পর্যায়ে- সেই আরব জাতিকে উদ্ধারের জন্য আবির্ভাব ঘটেছিল একজনের। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কথা বলছি। জন্ম নিয়েছিলেন ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে। বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে বিশ্ব মানবতার অনেক মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেছেন তিনি। বর্বর আরবদের মানুষ হিসেবে রূপান্তর করার মধ্যেই তাঁর কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল না। অত্যাচার, নির্যাতন

অপরিসীম প্রতিকূলতার মাঝেও বিশ্বাসের প্রতি অবিচল থেকে কাজ করে গেছেন। রেখে গেছেন অনন্য নজির। কুরাইশদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে ৬২২ সালে মক্কা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন মদিনায়। ৬২৪ সালে বিখ্যাত ‘মদিনা সনদ’-এর মাধ্যমে মুহাম্মদ (সাঃ) প্রথম ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য যে, এটাই ছিল পৃথিবীর প্রথম লিখিত রাষ্ট্রীয় সংবিধান। তাঁর নেতৃত্বে পৃথিবীব্যাপী গুরু হয়েছিল মুসলমানদের জয়জয়কার। ইসলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, সেটা মুহাম্মদ (সাঃ) শুধু বিশ্বাসে নয়-কাজে কর্মে

প্রমাণ করেছিলেন। মুসলিম-অমুসলিম যাদের হাত দিয়েই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষের তালিকা হয়েছে তার সম্ভবত সবগুলোতেই এক নম্বর স্থানটি দখল করে আছেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। দাসযুগ ও সামন্তযুগের ক্রান্তিকালে সাম্য ও গণতন্ত্রের বাণীকে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত করে সমাজ বিপ্লবের ক্ষেত্রে তাঁর অভূতপূর্ব অবদান চিরস্মরণীয়। পৃথিবীর আর কোনো মনীষী এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশি সংখ্যক মানুষকে আলোড়িত করে যেতে সক্ষম হননি।

সভ্যতা, সময় বদলে দিয়েছে অনেক

কিছু। যে মুসলমান জাতির জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)- সেটা যেন আজ রূপকথা। যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে মুসলমানদের অস্তিত্ব আজ হুমকির মুখে। পৃথিবীব্যাপী চলছে মুসলমান নিধন। নেতৃত্বে রয়েছে বুশ, শ্যারন, ব্লেয়ার। সমগ্র ইরাক ধ্বংস করে দিয়েছে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী। শ্যারন প্রতিদিন হত্যা করছে ফিলিস্তিনিদের। এই মানবতা বিরোধী অপশক্তির বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীর মানুষ সোচ্চার। বুশের ব্রিটেন সফরের প্রতিবাদে লন্ডনের রাজপথে নেমে এসেছিল প্রায় তিন লাখ মানুষ। এরমধ্যে মুসলিমদের চেয়ে অমুসলিমদের সংখ্যাই ছিল বেশি। বাংলাদেশের সব শ্রেণী-পেশা, ধর্মের মানুষ প্রতিবাদ করছেন মানবতা বিরোধী এই শক্তির বিরুদ্ধে।

এরকম একটি সময়ে বাংলাদেশের একদল মুসলমান আন্দোলন করছেন আরেক দল মুসলমানদের অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে। মুসলমান হিসেবে দাবিদার এই আন্দোলনকারীদের অবস্থা দেখলে মনে হয়, বাংলাদেশের তো বটেই, সারা পৃথিবীর প্রধান সমস্যা এখন এটাই।

‘এটা আমাদের বিরুদ্ধে একেবারে ডাহা মিথ্যা অপপ্রচার। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শেষ নবী। তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না- এটা প্রতিটি মুসলমান বিশ্বাস করেন। মুসলমান হিসেবে আমরাও সেটা বিশ্বাস করি’

মুহম্মদ মুজিবুর রহমান

ইমাম, আহমদিয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

‘খতমে নবুয়ত’ নামক এই সংগঠনটির দাবি অবিলম্বে ‘কাদিয়ানি’ সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে। আমরা ঢাকাবাসী, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনসহ আরো কিছু নামসর্বস্ব সংগঠনও এই আন্দোলন করছে। যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সংঘাতময় আরব বিশ্বকে শান্তির বাণীতে উদ্ভুদ্ধ করেছিলেন, সেই মুহাম্মদের অনুসারীরা, মুসলমানদের সংকটময় সময়ে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে, তারা কেন আন্দোলন করছেন? তাদের এই আন্দোলনের যৌক্তিকতা কী? আন্দোলনের জন্য এই সময়টিকেই বা বেছে নেয়া হয়েছে কেন?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের আগে জেনে নেয়া প্রয়োজন কাদিয়ানি সম্প্রদায় কারা? তাদের কর্মকাণ্ডই বা কী? কেনই বা তাদের অমুসলিম ঘোষণার দাবি আসছে?

ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাশপুর জেলার একটি স্থানের নাম ‘কাদিয়ান’। ১৮৩৫ সালে এখানে গোলাম আহমদ নামক এক ব্যক্তির জন্ম হয়। তার পুরো নাম মির্জা গোলাম আহমদ

কাদিয়ানিরা মুহাম্মদ (সাঃ) কে শেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস করে না। তারা মনে করে এরপরেও নবী আসবে এবং তিনি মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি। সুতরাং তারা মুসলমান নয় কাফের।’

‘কাদিয়ানিরা মুসলমান নয়, কাফের। মুসলমান হতে হলে বিশ্বাস করতে হবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শেষ নবী। তারপর আর কোনো নবী আসবেন না। কিন্তু কাদিয়ানিরা মুহাম্মদ (সাঃ) কে শেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস করে না’

মাহমুদুল হাসান মমতাজী

আত্মায়াক, খতমে নবুয়ত

কাদিয়ানি। তার মৃত্যু হয়েছে ১৯০৮ সালে। মির্জা গোলাম আহমদ রচিত প্রধান গ্রন্থ ‘বারাহিন-ই-আহমদিয়া’।

এই মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির অনুসারীরাই কাদিয়ানি বা আহমদিয়া নামে পরিচিত। রোজা, নামাজ, হজ, জাকাতসহ ইসলামের মৌলিক সব নিয়ম কানুনই কাদিয়ানিরা মেনে চলে। তারপরও তাদেরকে

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে তারা নবী হিসেবে মনে করেন?

‘তাকে তারা নবী হিসেবে মনে করে বলেই তো তারা কাফের। অবিলম্বে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে। এর জন্যই আমরা আন্দোলন করছি। তারা মুসলমানদের বিপথগামী করছে। মুসলমানদের কালেমা ‘লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলউল্লা’। আর কাদিয়ানিরা বলে ‘লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আহামদুর রাসুলউল্লা’। এই কাফেরদের তো অমুসলিম ঘোষণা করতেই হবে।’



ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের অন্যতম হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শেষ নবী। তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না। প্রতিটি মুসলমান এমনটাই বিশ্বাস করেন। কারো যদি এই বিশ্বাস না থাকে তাহলে তিনি মুসলমান কিনা সেই প্রশ্ন আসতেই পারে। তাছাড়া পবিত্র কালেমায় ‘মোহাম্মদুর’ স্থানে ‘আহমাদুর’ ব্যবহার করাটাও ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী। যাদের বিরুদ্ধে এমনতর অভিযোগ সেই কাদিয়ানিদের কেন্দ্রীয় মসজিদ বকশি বাজারে। এই কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম হাফেজ কারী মুঃ মুজিবুর রহমান। নাখালপাড়া কাদিয়ানি মসজিদে তার সঙ্গে আমাদের কথা হয় ২১ ডিসেম্বর দুপুরে।

আপনারা হযরত মুহাম্মদকে (সাঃ) শেষ নবী হিসেবে স্বীকার করেন না কেন?

‘এটা আমাদের বিরুদ্ধে একেবারে ডাহা মিথ্যা অপপ্রচার। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শেষ নবী। তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না- এটা প্রতিটি মুসলমান বিশ্বাস করেন। মুসলমান হিসেবে আমরাও সেটা বিশ্বাস করি।’

কিন্তু আপনাদেরকে অমুসলিম ঘোষণার আন্দোলন করছেন যারা তারা বলছেন আপনারা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে নবী হিসেবে মনে করেন?

‘আমরা মির্জা গোলাম আহমদ

কেন অমুসলিম ঘোষণার আন্দোলন? এই আন্দোলন যারা করছেন সেই খতমে নবুয়তের আত্মায়াক মাহমুদুল হাসান মমতাজী। তিনি নাখালপাড়া আবদুর রহিম মেটাল জামে মসজিদের খতিব। তার সঙ্গে কথা হয় আমাদের ২০ ডিসেম্বর সন্ধ্যায়। কোনো কথা তিনি রেকর্ড করতে দিতে রাজি হলেন না, রাজি হলেন না ছবি তুলতে দিতেও।

কাদিয়ানিরা তো ইসলামের সব নিয়ম কানুন, অনুশাসন মেনে চলেন। তারপরও আপনারা কেন তাদের অমুসলিম ঘোষণার আন্দোলন করছেন?

‘আপনি শুরুতেই ভুল করলেন। কাদিয়ানিরা মুসলমান নয়, কাফের। মুসলমান হতে হলে বিশ্বাস করতে হবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শেষ নবী। তারপর আর কোনো নবী আসবেন না। কিন্তু

কাদিয়ানির অনুসারী। আর তিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর যোগ্য অনুসারী, আলেম। ইসলামী চিন্তাবিদ। ইসলামের প্রসারে তার ভূমিকা অপরিসীম। হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) জীবন আদর্শ বিশ্বাসের বাস্তবায়নের জন্যে তিনি সারা জীবন কাজ করে গেছেন। এরকম একজন মহান মানুষকে আমরা ভালোবাসি,

রহস্যটা আসলে কোথায়?

‘কোনো মানুষের ব্যক্তিস্বার্থে যখন আঘাত লাগে, তখন সে অপপ্রচারে লিপ্ত হয়। আমাদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। খতমে নবুয়তের নামে যারা আন্দোলন করেছে মৌলিক জায়গায় আমাদের সঙ্গে তাদের কিছু পার্থক্য আছে। ওয়াজ মাহফিলের নামে তারা

‘মুসলমানদের কালেমা ‘লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলউল্লা’। আর কাদিয়ানিরা বলে ‘লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আহামদুর রাসুলউল্লা’। এই কাফেরদের তো অমুসলিম ঘোষণা করতেই হবে’

মাহমুদুল হাসান মমতাজী

শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি। তিনি নবীর সমতুল্য। তার ওপর কোনো ওহিও নাজিল হয়নি। পবিত্র কোরআন এবং রাসুলের বিধানই তার আদর্শ। কিন্তু কোনোভাবেই তাকে আমরা নবী হিসেবে মনে করি না। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শেষ নবী- এর সঙ্গে তো আমাদের কোনো দ্বিমত নেই। মুসলমান হিসেবে এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।’

খতমে নবুয়ত আন্দোলনের নেতা মাওলানা মাহমুদুল হাসান মমতাজী ‘আমরা ঢাকাবাসী’র নেতা হাজী শামসুল হকরা তাহলে কেন বলছেন আপনারা হযরত মুহাম্মদকে (সাঃ) শেষ নবী হিসেবে স্বীকার করেন না?

‘দেখুন একজন মুসলমান হিসেবে আর একজন মানুষের দোষত্রুটি খুঁজে বের করাটা আমি সমীচীন মনে করি না। তাদের কাজ তারা করবেন। আমাদের কাজ আমরা করবো। তাই তাদের বিষয়ে আমি কিছু বলছি না। আপনারা ইচ্ছে করলে তাদের বিষয়ে খুব সহজে জানতে পারবেন। তবে একটি কথা আমাকে বলতেই হবে, সেটা হলো তারা আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছেন। যা কখনোই ইসলাম সমর্থন করে না। তারা অজ্ঞতা থেকে মিথ্যা বলছেন এমনটা ভাবা ঠিক হবে না। ভিন্ন স্বার্থে, ব্যক্তি স্বার্থে বর্তমান সময়ে তারা আমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন।’

আপনাদের বিরুদ্ধে আর একটি গুরুতর অভিযোগ আপনারা কালেমা পড়েন এভাবে, ‘লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আহামদুর রাসুলউল্লা’।

‘এটাও আমাদের বিরুদ্ধে একটা মিথ্যা প্রচারণা। ‘লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলউল্লা’- এটা সব মুসলমানের কালেমা। আমরাও এভাবেই পড়ি। বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্যে এটা করা হচ্ছে।’

সব বিষয়ই যখন এক তখন আপনাদের অমুসলিম ঘোষণার দাবি আসছে কেন? মূল

হাজার হাজার টাকা নেয়। আমরা বিশ্বাস করি ওয়াজ মাহফিল করে, ধর্মের কথা বলে টাকা নেয়া যাবে না। ইমামতি করে টাকা নেয়া যাবে না। ধর্মের কথা বলে টাকা নেয়া মানে ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করা। মমতাজী সাহেবরা যেটা করছেন। আমরা বিশ্বাস করি প্রতিটি মুসলমান যে চাকরিজীবী সে চাকরি করবে, যে ব্যবসায়ী সে ব্যবসা করবে। এর

‘এটাও আমাদের বিরুদ্ধে একটা মিথ্যা প্রচারণা। ‘লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলউল্লা’- এটা সব মুসলমানের কালেমা। আমরাও এভাবেই পড়ি। বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্যে এটা করা হচ্ছে’

মুহম্মদ মুজীবুর রহমান

বাইরে যে সময় পাবে, সেই সময় ধর্ম পালন করবে, ধর্ম প্রচার করবে, ধর্মের কথা বলবে। সব কাজ বাদ দিয়ে ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করাটা ইসলামের বিধান নয়। পীর প্রথায় আমরা বিশ্বাস করি না। পীর সেজে বসে থাকবো, ধর্মের কথা বলে মানুষের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে বড়লোক হবো- আমরা এটা বিশ্বাস করি না। এক পীর আর এক পীরের বিরুদ্ধে বিশোধগার করছে, খুনের ঘটনাও ঘটছে, এগুলো তারা করছে ব্যক্তিস্বার্থে- এর সঙ্গে ইসলাম ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলামে এই পীর প্রথার অস্তিত্ব নেই। এসব বিষয় নিয়ে আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের এই বক্তব্যগুলো মমতাজী সাহেবদের বিরুদ্ধে যায়। তাদের ব্যবসায় আঘাত লাগে। সেই কারণে তারা আমাদের অমুসলিম ঘোষণা করতে চায়। খেয়াল করবেন আমরা যে ইস্যুতে কথা বলি সেগুলো কিন্তু তারা তাদের আন্দোলনে উল্লেখ করে না। কৌশলে এড়িয়ে যায়। মিথ্যা বলে আমাদের বিরুদ্ধে ধর্মপ্রাণ মুসলমান জনগোষ্ঠীকে খেপিয়ে তুলতে চায়।’

কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার এই আন্দোলন নতুন নয়। তাদের এই আন্দোলন শুধু দাবি উত্থাপনের মধ্যই সীমিত থাকে না। সশস্ত্র পথে তারা কাদিয়ানি নিধন করতে চায়। অতীতে বহুবার তারা কাদিয়ানিদের বকশি বাজারের কেন্দ্রীয় মসজিদ আক্রমণ করেছে। নামাজ আদায়কৃত অবস্থায় তারা বহু কাদিয়ানি অনুসারী মুসলমানদের জখম করেছে। তাদের হাতে মৃত্যুও বরণ করেছেন অনেক কাদিয়ানি। ভাঙচুর করা হয়েছে মসজিদ। ‘৯২ সালের ২৯ অক্টোবর বকশি বাজার, ‘৯৯ সালের ৮ অক্টোবর খুলনা, ২০০৩ সালের ৩১ অক্টোবর যশোরে কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ করা হয়েছে। এতে হতাহত হয়েছে বেশ কয়েকজন। আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে ধর্মীয় গ্রন্থ। এমনকি পবিত্র কোরআন শরীফ পর্যন্ত তাদের দেয়া আগুনে পুড়ে গেছে।

পৃথিবীতে প্রচুর সংখ্যক গুণী মনীষী আছেন, যারা ধর্মীয় পরিচয়ে অমুসলিম তারাও পবিত্র কোরআন শরীফকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। আর একদল মুসলমান যখন মসজিদ আক্রমণ করেন, কোরআন শরীফ জ্বালিয়ে দেন- তখন প্রশ্ন আসে তারা কোন ইসলামের অনুসারী? মতের অমিল হলে

খুন জখম করতে হবে, পবিত্র কোরআন আগুনে জ্বালিয়ে দিতে হবে এই কী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শিক্ষা?

সাম্প্রতিক আন্দোলনে নাখালপাড়া কাদিয়ানি মসজিদটি প্রধান টার্গেট মাওলানা মমতাজীদের। তারা এই মসজিদ থেকে কাদিয়ানিদের উচ্ছেদ করতে চায়, দখলে নিতে চায় মসজিদটি। এই উদ্দেশ্যে গত ১৮ রমজান মাওলানা মমতাজীর নেতৃত্বে একটি বড় মিছিল নাখালপাড়ার কাদিয়ানি মসজিদটি ঘেরাও করে। ভাঙচুর করে, তালা লাগিয়ে দেয়। যদিও ভেতরে তখন মুসল্লিরা নামাজ আদায় করছিলেন। পরে এলাকাবাসী মুসল্লিদের উদ্ধার করেন। সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, মসজিদের সামনে পুলিশ প্রহরা রয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে কোনো সময় মমতাজীরা আক্রমণ করতে পারেন এই মসজিদ। নাখালপাড়ার এই মসজিদটি খুব বড় নয়, দোতলার নির্মাণ কাজ এখনো শেষ হয়নি। চান মিয়া নামক স্থানীয় এক ব্যক্তির

খতমে নবুয়তের জঙ্গী কর্মকাণ্ডের খণ্ডচিত্র



বকশি বাজরের কাদিয়ানি মসজিদ আক্রমণ করে ভাঙচুর করা হয়েছে। জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে ধর্মগ্রন্থ। এমনকি রক্ষা পায়নি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআনও

পৈতৃক সম্পত্তি। তিনি নিজেও কাদিয়ানি অনুসারী। চান মিয়া এই জমিটা মসজিদের জন্য দান করেছেন। গত তিন চার বছর ধরে বিল্ডিং তোলার কাজ শুরু হয়েছে। অর্থের অভাবে মসজিদের নির্মাণ কাজ চলছে ধীর গতিতে। চান মিয়া মারা গেছেন। তার দুই সন্তান নাসির আহমদ এবং রফিক আহমদ। চান মিয়া মসজিদের জায়গাটি আহমদিয়া জামায়াতের নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়ে গেছেন। মসজিদের পাশে একটি বিশাল মার্কেট তৈরি হচ্ছে। এই মার্কেটটি চান মিয়ার দুই ছেলের পৈতৃক সম্পত্তি। মসজিদের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু প্রচারণা আছে মার্কেটের এই জায়গাটিও চান মিয়া মসজিদের জন্য দিয়ে গেছেন। আর এ কারণেই নাখালপাড়ার এই মসজিদটি এখন টার্গেটে পরিণত হয়েছে। মসজিদটি দখলে আনতে পারলে মার্কেটটিও দখলে আসবে। বিশাল অর্থের হাতছানিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে মসজিদ দখলের আন্দোলনে নেমেছে মাহমুদুল হাসান মমতাজীরা। আর নেপথ্য থেকে তাদের সমর্থন করছে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী এক্যাজেট, ইসলামী শাসনতন্ত্র

আন্দোলন।

মাওলানা মাহমুদুল হাসান মমতাজী অভিযোগ করে বললেন, 'নাখালপাড়ার এই মসজিদে কাদিয়ানি ছাড়া অন্য কাউকে নামাজ পড়তে দেয়া হয় না। অন্যরা নামাজ পড়তে গেলে তাদের চুকতে দেয়া হয় না, মার দেয়া হয়। মসজিদের ভেতরে সশস্ত্র লোক রাখা হয়। মসজিদের ভেতরে ডিশ লাইন দিয়ে টেলিভিশন চালানো হয়। মসজিদের ভেতরে এমন কাজ করতে দেয়া যায় না। তাই আমরা আন্দোলন করছি।'

এই অভিযোগগুলোর উত্তর দিলেন নাখালপাড়া কাদিয়ানি মসজিদের ইমাম মোয়াজ্জেম হোসেন। তার সঙ্গে কথা বলছিলাম মসজিদের ভেতরে বসে। তিনি বললেন, 'আপনি তো কাদিয়ানি অনুসারী না। আপনাকে মসজিদের ভেতরে চুকতে কেউ বাধা দিয়েছে? দেয়নি।'

আমাদের মসজিদ সব মুসলমানের জন্যে উন্মুক্ত। আমরা কাউকে মসজিদে এলে নামাজ পড়তে বাধা দেই না। যারা এমন অভিযোগ করেছে তারা সত্য গোপন করেছে। তারা মিছিল করে কয়েক হাজার মানুষ এসেছিল। আমাদের মসজিদটি খুব ছোট। কয়েক হাজার মানুষের স্থান হবে না। আর তারা তো নামাজ পড়তে আসেনি। এসেছিল মসজিদ দখল করতে। নামাজ পড়তে কী কয়েক হাজার মানুষ মিছিল করে আসে?'

অভিযোগ আছে, আপনারা মসজিদের ভেতর সশস্ত্র ক্যাডার রাখেন, ডিশ লাইন দিয়ে টেলিভিশন চালান। এটা কি ইসলাম সাপোর্ট করে?

'আপনি আমাদের পুরো মসজিদটি ঘুরে দেখেন। সশস্ত্র ক্যাডার রাখার তো প্রশ্নই আসে না। আমাদের মসজিদের এই পাটিশন

দেয়া হয়েছে মহিলাদের নামাজ পড়ার জন্য। আর হ্যাঁ, দোতলায় আমাদের একটি টেলিভিশন আছে। ডিশ লাইন দিয়ে আমরা টেলিভিশন চালাই সেটাও সত্য।

আমাদের দেশে ইসলামের ধারক-বাহক

হিসেবে দাবিদার যারা তাদের হৃদয়ে ইসলাম নেই, আছে বাহ্যিক প্রকাশ। মনে পড়ে মনীষী বার্নার্ড শ'র সেই বিখ্যাত উক্তি, 'Be ware of the man whose God is in the sky'- ঈশ্বর যার আকাশে তার সম্পর্কে সাবধান



খুলনায় কাদিয়ানিদের মসজিদ, বাসস্থান গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে

এই টেলিভিশনে একটি মাত্র চ্যানেল আছে। ‘এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল মুসলিম টেলিভিশন’। লন্ডন থেকে প্রচারিত এই চ্যানেলে চব্বিশ ঘণ্টা ইসলামী বয়ান প্রচার হয়। ইসলামী অনুষ্ঠানের বাইরে কখনই কোনো অনুষ্ঠান এই চ্যানেলে প্রচারিত হয় না। ইসলামের কথা শোনা কী হারাম? আমাদের ভালো উদ্যোগকে, সং উদ্দেশ্যকে তারা খারাপ এবং অসংভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। এই মসজিদে তারা নামাজ পড়তে চাইলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তারা আসলে চায় মসজিদটি দখল করতে।’

মসজিদ শব্দের আভিধানিক অর্থ সিজদা করার স্থান বা প্রার্থনালয়। মসজিদ বিষয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, ‘যেখানেই সালাতের সময় হবে, সেখানেই সালাত আদায় করবে এবং সেটাই একটা মসজিদ।’ মহানবী মনে করতেন, সমগ্র পৃথিবীটাই তাকে প্রদান করা হয়েছে মসজিদ রূপে। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি মসজিদ গড়ে তোলার বিষয়ে গুরুত্ব দেননি। তিনি মসজিদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শুধু গুরুত্বই দেননি, সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছিলেন মসজিদকে। সেই সমাজ বাস্তবতার জন্যে এর কোনো বিকল্প ছিল না। কিন্তু আজকে যারা মসজিদ দখল করার আন্দোলন করছেন, রাজনীতি করছেন- তারা কাদের পক্ষে কাজ করছেন? এই প্রশ্নটি খুব স্বাভাবিকভাবেই সামনে চলে আসে।

১৯৭১ সালে এই মাহমুদুল হাসান মমতাজীরা পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেছেন। নিরপরাধ বাঙালিদের হত্যা এবং ধর্ষণের সাফাই গেয়েছেন যে রাজাকার, আল-বদররূপী জামায়াতে ইসলামী- মমতাজীরা তাদেরই সহযাত্রী

বাংলাদেশ ছোট্ট একটি দেশ। অনেক নির্যাতন সহ্য করে, অনেক ত্যাগ আর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন হয়েছে। সেই দেশের আশি ভাগের বেশি মানুষ মুসলমান। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ অন্যান্য ধর্মের লোকও বাস করে এ দেশে। ইসলাম এমন একটি ধর্ম, সে অন্যের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত করে না, অন্যের ধর্ম পালনে বাধা দেয় না। অথচ আমাদের একশ্রেণীর মাওলানারা প্রতিনিয়ত এই অপকর্ম করছেন। ১৯৭১ সালে এই মাহমুদুল হাসান মমতাজীরা পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেছেন। নিরপরাধ বাঙালিদের হত্যা এবং ধর্ষণের সাফাই গেয়েছেন যে রাজাকার, আল-বদররূপী জামায়াতে ইসলামী- মমতাজীরা তাদেরই সহযাত্রী। বিশাল অর্থ-বিশ্বের মালিক। দামী গাড়ি, বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত। তাদের এই আয়ের উৎস কী? ঢাকার রাজপথে তারা তালেবানদের পক্ষে মিছিল করে। ভারতে সক্রিয় সন্ত্রাসী সংগঠন লক্ষরি তৈয়েবার অঙ্গ সংগঠন ‘জয়সী মোস্তফা’র সঙ্গেও তাদের

সম্পর্ক আছে বলে জানা যায়।

নাখালপাড়ার এই আহমদিয়া জামায়াত বা কাদিয়ানিদের উচ্ছেদ করার আন্দোলন কতটা ইসলামসম্মত? কয়েক হাজার মানুষের মিছিল করে এই মসজিদে নামাজ পড়তে যাওয়ার তাৎপর্যই বা কী? ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা ‘মোসাদ’। মোসাদ একটি অত্যন্ত দক্ষ, সুসজ্জিত, দুঃসাহসী, নৃশংস গোয়েন্দা সংস্থা। ১৯৬৮ সালে ‘মোসাদ’ বেলজিয়াম থেকে জার্মানিতে আসার পথে ৫৫০ ব্যারেল ইউরেনিয়াম অক্সাইড ভর্তি জাহাজ হাইড্রাক করে নিয়ে আসে, যা ইসরায়েলের নিজস্ব আণবিক রিঅ্যাক্টরের জন্য কাজে লাগায়। মোসাদই আর্জেন্টিনা থেকে নাৎসি যুদ্ধাপরাধী ও ইহুদি নিধনকারী আইখম্যানকে ধরে নিয়ে আসে। এরকম অসংখ্য দুঃসাহসী অপারেশন করেছে মোসাদ। এই মোসাদ এখন ব্যস্ত বিশ্বব্যাপী মুসলমান নিধন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে। তালেবানদের মাধ্যমে ইতিমধ্যে তারা প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে যে, মুসলমান মানেই সন্ত্রাসী। সাদাম হোসেনকে সাদাম হোসেন হয়ে ওঠার পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান আমেরিকার। সরাসরি বলা যায়, আমেরিকা তার নিজের প্রয়োজনে তৈরি করেছিল সাদাম হোসেনকে। এর পেছনে সক্রিয় ভূমিকা ছিল মোসাদের। সাদামকে কেন্দ্র করে বুশ প্রশাসন যখন ঘৃণা এবং প্রতিবাদে দিশেহারা, তখন মোসাদ এবং সিআইএ সাধারণ বিশ্ববাসীর দৃষ্টি ভিন্ন দিকে সরিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। বিশেষ

তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেয়া হয়

আহমদিয়া জামায়াত বা কাদিয়ানিরা অনৈসলামিক কোনো কর্মকাণ্ড করছে, তাহলে পরকালে তাদের বিচার হবে। তাদের বিচারের দায়িত্ব খতমে নবুয়তের বিতর্কিত মাওলানা মাহমুদুল হাসান মমতাজীদের কেউ দেয়নি

করে মুসলিম দেশগুলোতে তারা এটা করার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশে কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার আন্দোলন সেই চক্রান্তের অংশ কি না সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তা না হলে দু'তিন বছর চুপচাপ থেকে এই সময়ে হঠাৎ করে এই আন্দোলনের যৌক্তিকতা কী? বলা হয়, কোনো জনগোষ্ঠীর ক্ষতি করতে চাইলে প্রথমে তাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে দিতে হবে। বিশ্বজুড়ে মোসাদ এবং সিআইএ এজন্যে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছে। একদল মুসলমানকে আরেক দল মুসলমান নিধনের পেছনে এদের ভূমিকা থাকলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।



যশোরে হত্যা করা হয় একজন কাদিয়ানিকে

এর আগে জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মওদুদী প্রথম কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার আন্দোলন শুরু করে। সেই সময় পাকিস্তানে একটি দাঙ্গাও হয়। পাকিস্তানে কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা করা হলেও অরাজকতা কমেনি বরং বেড়েছে। পাকিস্তানের পারমাণবিক শক্তির স্থপতি নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী ড. সালাম একজন কাদিয়ানি।

‘খতমে নবুয়তের নামে যারা আন্দোলন করছে মৌলিক জায়গায় আমাদের সঙ্গে তাদের কিছু পার্থক্য আছে। ওয়াজ মাহফিলের নামে তারা হাজার হাজার টাকা নেয়। আমরা বিশ্বাস করি ওয়াজ মাহফিল করে, ধর্মের কথা বলে টাকা নেয়া যাবে না’

অন্যান্য ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান অনেক বেশি উৎসবমুখর। অন্য ধর্মের সঙ্গে ইসলামের এটা মৌলিক পার্থক্য। ইসলামে বলা হয়েছে, ডান হাত দিয়ে এমনভাবে দান করতে হবে যাতে বাম হাত জানতে না পারে। বাহ্যিক প্রকাশ নয়, হৃদয়ে ধারণ করার ধর্ম ইসলাম। আমাদের দেশে ইসলামের ধারক-বাহক হিসেবে দাবিদার যারা তাদের হৃদয়ে ইসলাম নেই, আছে বাহ্যিক প্রকাশ। মনে পড়ে মনীষী বার্নার্ড শ’র সেই বিখ্যাত উক্তি, ‘Be ware of the man whose God is in the sky’-ঈশ্বর যার আকাশে তার সম্পর্কে সাবধান। ব্যক্তি স্বার্থে ইসলামকে ব্যবহারকারীদের বিষয়ে আমাদের সচেতন হওয়ার সময় এসেছে। তা না হলে আমরা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবো না। সমাজে বাড়বে বিশৃঙ্খলা। সামনে এগুতে পারবো না, শুধুই পেছাতে হবে। ইসলাম ধর্মে আছে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে। এখন

অত্যাচার মহানবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর শিক্ষা নয়, নয় তার জীবন আদর্শ। অথচ আমাদের এই মাওলানারা তাই করছেন। কাদিয়ানীরা গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে নবী নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নবীর সমতুল্য বলে উল্লেখ করছেন। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেয়া হয় আহমদিয়া জামায়াত বা কাদিয়ানিরা অনৈসলামিক কোনো কর্মকাণ্ড করছে, তাহলে পরকালে তাদের বিচার হবে। তাদের বিচারের দায়িত্ব খতমে নবুয়তের বিতর্কিত মাওলানা মাহমুদুল হাসান মমতাজীদের কেউ দেয়নি।

পবিত্র ইসলাম ধর্মে শিয়া-সুন্নী, মারফতি-শরীয়তি, কাদিয়ানি, ইমাম মেহেদী ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে বিরোধ আছে, বিতর্ক আছে। নিশ্চয় বিষয়গুলোর সন্তোষজনক সমাধান হওয়া প্রয়োজন। এই সমস্যার সমাধান হতে হবে শিক্ষিত, মার্জিত,

কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার আন্দোলন করলেও ড. সালামকে নিয়ে এই আন্দোলনকারীদের গর্বের শেষ নেই। এদের আন্দোলনের অসৎ উদ্দেশ্য এর থেকেও বোঝা যায়।

মাওলানা মাহমুদুল হাসান মমতাজীর মতে, শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক তাদের আন্দোলনের কথা প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেছেন। এবং প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি খতিয়ে দেখার দায়িত্ব দিয়েছেন আরেক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে। পাকিস্তানপ্রেমী হিসেবে সাকা চৌধুরীদের পরিচিতি সর্বজনবিদিত। আমরা পাকিস্তানের ঐতিহ্য অনুসরণ করতে চাই না। আমরা স্বাধীন এই দেশে সব ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের মানুষ কোনো বিরোধ-হিংসা-হানাহানি নয়, সুখে শান্তিতে বাস করতে চাই।

মসজিদটি দখলে আনতে পারলে মার্কেটটিও দখলে আসবে। বিশাল অর্থের হাতছানিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে মসজিদ দখলের আন্দোলনে নেমেছে মাহমুদুল হাসান মমতাজীরা। আর নেপথ্য থেকে তাদের সমর্থন করছে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোট, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন

প্রতিবাদ, সংগ্রাম করার সময় বুশ-শ্যারন-ব্লেরদের বিরুদ্ধে। তাদের শক্তির সামনে টেকার শক্তি নেই এই মমতাজীদের। তাদের বিচারের ভার তারা ছেড়ে দিচ্ছে আল্লাহর হাতে। সারা দেশে এক লাখের মতো কাদিয়ানি আছে। এই দুর্বল কাদিয়ানিদের ওপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে সশস্ত্রভাবে। সবলের ব্যাপারে নীরব, আর দুর্বলের ওপর

সংস্কৃতিবান, ইসলামী চিন্তাবিদদের সমন্বয়ের মাধ্যমে। জঙ্গি প্রক্রিয়ায় মমতাজীদের মাধ্যমে এই সমস্যা কোনো দিন সমাধান হবে না। এই সমস্যা সমাধান করার মতো যোগ্যতা তাদের নেই।

পাকিস্তানে সামরিক স্বৈরশাসক জিয়াউল হক যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় তখন তিনি কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা করেছেন।

মমতাজীরা আলটিমেটাম দিয়েছে ৯ জানুয়ারির মধ্যে কাদিয়ানিদের নাখালপাড়া মসজিদ থেকে উচ্ছেদ করতে হবে, মসজিদ সবার জন্যে উন্মুক্ত করে দিতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই একটি সংঘর্ষের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। বিষয়টি দেখার দায়িত্ব সাকা চৌধুরীকে দেয়া হলে সংঘর্ষের আশঙ্কা আরো বাড়বে। সরকারের ভেতর থেকে এমন একজন মানুষকে দায়িত্ব দেয়া প্রয়োজন, যিনি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নয়, বাংলাদেশের স্বার্থে কাজ করবেন। একটি কথা মনে রাখতে হবে, এই মুহূর্তে একজন মুসলমান হিসেবে, একজন বিবেকবান মানুষ হিসেবে ইরাকিদের পাশে দাঁড়ানোটা পবিত্র কর্তব্য। কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার মতো অযৌক্তিক, হাস্যকর, সম্পদ দখলের চক্রান্তকে প্রতিহত করার এখনই সময়।